ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদেশ পাঠানো নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদেশ পাঠানোর নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগে জানাগেছে, ১ নভেম্বর ২০১৭ সালের ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিমাগ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক রাজিবুল ইসলাম রাজিব পরিচয় হয় কুষ্ঠিয়ার জেলার আলমপুর গ্রামের মৃত্য আজিজুল হকের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম জয় সাথে । তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এ পর্যায়ে জিয়ারুল ইসলাম তার সহযোগী রেজাউল করিম রাজিবুলকে সোনারহরিণ চাকুরির পিছনে না ছুটে সৌদি আরব যেতে বলেন, সেখানে তাকে মোট অংকের বেতনে চাকুরী দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন ।

২৩ নভেম্বর ২০১৭ সালে রজিবুল ইসলাম তার পৈত্রিক জমি ছয় লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে কালীগঞ্জ অগ্রনী ব্যাংক শাখা থেকে রাজধানী সেন্ট্রাল ল কলেজ শাখায় রেজাউল করিমকে ৬ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করেন । এরপর থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়ায় যায় । অনেক খুজাখুজির পরে তাদের না পেয়ে ১২ সেপ্টেম্বর২০১৮ সালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন ।মামলা দায়ের পর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিঃ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরায়না জারি করেন । রাজিবুল ইসলাম তার পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন । রাজিবুল ইসলাম বলেন, ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে বিদেশ যাওয়ার জন্য জমি বিক্রয় করে টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে আজ আমি সর্বশান্ত । এই প্রতারক চক্রের বিচারের দাবী করেছেন ভুক্তভোগী ।

গাংনীতে অগ্নীকান্ডে কৃষের বসতবাড়িসহ আসবাপত্র পুড়ে ছাই

গাংনী উপজেলার হিন্দা পশ্চিম পাড়ায় বৈদ্যতিক তারে সটসার্কিট হয়ে অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আনিসুর রহমান নামের এক কৃষকের বসতবাড়ীসহ আসবাপত্র পুড়ে গেছে। আনিসুর রহমান হিন্দা গ্রামের পাচু মালিথার ছেলে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বামুৃন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবরদিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই আনিসুর রহমানের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ আনিসুর রহমান জানান, বসতবাড়ি,রান্নাঘরসহ আসবাপত্র সব কিছু পুড়ে ছাই হয়েছে। আমার পরিবাররের একবেলা খাবারের জন্য কোনো ব্যাবস্থা নেই। সহযোগীতা ছাড়া পরিবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফায়র সার্ভিসের ইউনিট প্রধান ইছাহাক আলী জানান,আমরা সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই সব পুড়ে যায়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারি ভাবে সহযোগীতা করা হরে।

মেহেরপুরে শেষ হলো ভার্চুয়াল বই মেলা

মেহেরপুর ডেস্ক নামের একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মুজিব জন্ম শতবর্ষে মাসব্যাপি অমর একুশে ভার্চুয়ালী বইমেলা শেষ হলো। গত ১ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১ মার্চ সফল সমাপ্তি হলো এই নতুন ভাবনার ভার্চুয়ালি বই মেলার। এই ভার্চুয়ালি বই মেলায় দেশী বিদেশী কবি সাহিত্যিকরা অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত সোমবার রাতে মেহেরপুর ডেস্ক বই মেলার ভার্চুয়ালি সমাপনি অনুষ্ঠান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আইটি

গবেষক এম এ মুহিত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব আলকামা সিদ্দিকী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্রকার ও গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান অখতার হোসেন, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক অধ্যক্ষ হাবীব আনিসুর রহমান, মেহেরপুর উদিচীর সাবেক সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি দিলারা জাহান এবং মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক কবি রফিকুল আলম। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন মরণব্যাধি করোনাতে যখন সব স্থবির তখন মেহেরপুর ডেস্ক ভার্চুয়ালি অমর একুশে বই মেলা করে এক ইতিহাস রচনা করলো। কারণ অভিনব চিন্তার এই কাজটি বাংলাদেশের আর কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি। তিনি বলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করে আমরা ইতিহাস গড়েছি তেমনি মেহেরপুর ডেস্ক মুজিব জন্ম শতবর্ষে ভার্চুয়ালি বই মেলা করে সৃষ্টি করলো অনুকরণীয় ইতিহাস। এসময় প্রধান অতিথি সম্মাননা পুরস্কার ঘোষণা করেন। মেহেরপুর ডেস্ক সম্মাননা স্মারক পেলেন সাহিত্যের বড় সংগঠক গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান আখতার হোসেন, সফল সাহিত্য সমালোচক হিসাবে সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ ও দক্ষ সঞ্চালক হিসাবে সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটো।

সভাপতি এম এ মুহিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে তৃণমূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিদের নিয়ে কবিতা উৎসব করবেন বলে ঘোষণা দেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকতা পেশায় পিছিয়ে নারীরা

আকতারুজ্জামান, মেহেরপুর

লেখক,গবেষক দৈনিক কুষ্টিয়া ও দি কুষ্টিয়া টাইমস এর প্রকাশক ও সম্পাদক ড.আমানুর রহমান বলেন. অন্যান্য পেশার তুলনায় সাংবাদিকতা ঝুঁকিপুর্ণ পেশা । উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সহযোগীতার অভাব থাকায় মফস্বল জেলাগুলিতে নারী সাংবাদিকতার অংশগ্রহণ নেই। নারী সাংবাদিকতায় সেন্ট্রাল ভিত্তিক অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও মফস্বলে নেই, যার ফলে নারীরা সাংবাদিকতা পেশায় আসতে চাচ্ছেনা। এছাড়াও মফস্বল এলাকার নারীরা অনেকাংশে সংসার মুখী। তাই এ পেশায় তারা বিমুখ।

গাংনীতে মিনির আন্ডারগ্রাউন্ড ক্লিনিক, অনিরাপদ গর্ভপাত

এম এফ রুপক, ফয়সাল আহম্মেদ:

চিকিৎসক হিসেবে কোনও ডিগ্রি নেই। নেই সরকারি কোন অনুমোদন। মাত্র ২ বছর প্যারামেডিক কোর্স করেই প্রায় ১০ বছর ধরে নিজ বাড়িতে গর্ভপাতের মতো অবৈধ কাজ করেন মিনিয়ারা। অপ্রত্যাশিত প্রেগনেন্সি হলেও গাংনীর মিনি আপা একটি আস্থার নাম।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ঠিক নাকের ডগায় চৌগাছা পাড়ায় এই ব্যবসা কীভাবে চালাতেন মিনিয়ারা ওরফে মিনি আপা। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়াও গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনেকেই এই রোগী সরবরাহের কাজে আছে বলে জানা গেছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পিছনে চৌগাছা পাড়াতে শিপলু-মিনি দম্পতি তাদের নিজ বাড়িতেই চালাচ্ছেন ভ্রুণ হত্যার কাজ। মাত্র ২ বছরের প্যারামেডিক কোর্স করেই কোন রকম নিয়মনীতি না মেনে বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে এই ব্যবসা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, মিনির স্বামী শিপলু ইসমলামী এজেন্ট ব্যাংকিং শাখায় কর্মরত। পাশাপাশি রোগী সরবরাহের কাজও করে। নিজের বাড়িতে খুলে বসেছে অবৈধ ব্যবসা। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। বাড়ির সামনে সাদামাটা গলি, আছে অন্যসব স্বাভাবিক বসবাস করার মত বাড়ি। টিনের গেট ও টিনের ছাদ আধাপাকা এই

বাড়িতে রয়েছে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম। সেখানেই চলে অবৈধ গর্ভপাতের কাজ। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, আমরা জানতামই না, মিনির ঘরের ভেতরে নার্সিংহোমের মত এলাহি ব্যবস্থা রয়েছে! মাঝে মধ্যে দেখতাম কেউ কেউ আসা যাওয়া করে।

স্থানীয় কয়েকজন জানান, কারো কাছে থেকে ৫-১০ হাজার টাকা আবার কোন রোগীর অবস্থা বুঝে এর চাইতেও বেশি টাকায় তারা এই কাজ করছে। অতিজঘণ্য কাজ উল্লেখ করে তারা বলেন, এই ভাবে ভ্রুন নষ্ট করা মানুষ হত্যার সমান। যদিও রোগীর সম্মতিতেই হয় বাচ্চা নষ্ট করার কাজ। তারপরও অবৈধভাবে অনিরাপদ উপায়ে করা কতটুকু স্বাস্থ্য সম্মত এমন প্রশ্ন তুলেছে অনেকেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. সোনীয়া আক্তার জানান, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া গর্ভপাত করানো ঠিক না। অসাবধানতাবসত: অনেক সময় পরবর্তিতে বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা হারাতে পারে রোগী। গর্ভপাতের সময় রোগীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে। এতে রোগী কোমায় চলে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

বিষয়টি শিকার করে মিনিয়ারা ও তার স্বামী শিপলু জানান, মাসে ৪-৫ টা রোগী হয়। প্রায় ৩ বছর যাবত করছি এই কাজ। যারা সমাজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করে তারাই আসে আমাদের কাছে। কোন রকম প্রশিক্ষন বা সরকারি অনুমোদন আছে কিনা জানতে চাইরে শিপলু বলেন, আমার স্ত্রী প্যারামেডিকে ২ বছর কোর্স করেছে, তাছাড়া আর কোন প্রশিক্ষন বা সরকারি অনুমোদন নেই।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. রিয়াজুল আলম জানান, এটা আমাদের অগোচরে হচ্ছে। এটার কোন অনুমোদন নেই। আমরা অতি শিঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহন করবো।
গাংনীর থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, এই ধরনের ঘটনা গাংনীতে ঘটছে এটা আমাদের জানা ছিল না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখবো। (প্রতিবেদনটিতে সহযোগীতা করেছেন আমাদের যুগ্ম সম্পাদক আল আমীন)।

আলমডাঙ্গায় নতুন ইউএনও পুলক মন্ডলের যোগদান

আলমডাঙ্গায় নব নিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পুলক কুমার মন্ডল
কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন।

আজ বুধবার (০৩ মার্চ) নিজ দফতরে যোগদান শেষে সকাল ১১টায় তিনি উপজেলার সব সরকারি কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পুলক কুমার মন্ডল আলমডাঙ্গা উপজেলা ইউএনও হিসেবে যোগদানের আগে তিনি যশোর জেলার শার্যা উপজেলায় ২০১৭ সালে ২৪ শে অক্টোবর নির্বাহি কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

যোগদানের মুহুর্তে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সহ-সভাপতি রহমান মুকুল, যুগ্ন-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস, সাংবাদিক তানভির সোহেল, গোলাম সরোয়ার সদু প্রমূখ।

নির্মাণের ৪০ বছরেও কয়েদীর দেখা পাইনি কুষ্টিয়ার উপ-কারাগার

প্রায় ১২ দশমিক ২ একর জমির উপর আশির দশকে অত্যন্ত সুরম্য প্রাচীর বেষ্টিতে নির্মাণ করা হয় কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় উপ-কারাগারটি। নির্মাণের ৪০ বছরেও নিবাস হিসেবে কোন কয়েদীর দেখা পাইনি কারাগারটি। দীর্ঘদিন কারাগারটি অরক্ষিত অবস্থায় থাকলেও

২০১৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে বর্তমানে কারাগারটি নিয়ন্ত্রন করে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়। সেখানে সমাজসেবা কার্যালয়ের একজন স্টাফ স্ব-পরিবারে বসবাস করেন। তবে স্থানীয়দের দাবি কারাগারটি যথাযথ ব্যবহার করা হোক।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উপ-কারাগারটির প্রবেশ পথে দেহরক্ষী থাকার কথা থাকলেও রয়েছে দুইটি ছাগল। মূলফটকে প্রবেশ করতেই বামহাতে চোখে পড়বে মহিলা কয়েদীর ওয়ার্ড।একটু সামনে গেলেই পুরুষ ওয়ার্ডে।

সেখানে কোন কয়েদী না থাকলেও রয়েছে কয়েকটি গরু। পাশেই রয়েছে মুরগী পালনের ছোট একটি কক্ষ। হাঁস, মুরগী, গরু আর ছাগল পালনের খামার হিসেবেই বর্তমানে কারাগারটি ব্যবহার করছে জেলা সমাজসেবা অফিসের একজন নাইট গার্ড। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে দেয়াল থেকে খসে খসে পড়ছে ইট সিমেন্ট। দরজা জানালার কাঠগুলো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। অফিস স্টাফদের তিন কক্ষ বিশিষ্ট কোয়াটারটি অনেক আগেই দখল করে নিয়েছে স্থানীয়রা।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, আশির দশকে সারা দেশের ১৭ টি জেলায় ২৩ টি উপ-কারাগার নির্মাণ করেন তৎকালীন দেশের প্রেসিডেন্ট হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। তন্মেধ্যে একটি হল কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার উপ-কারাগারটি। কারাগারটি বর্তমানে কুষ্টিয়া রাজবাড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কস্থ খোকসা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এই উপ কারাগারটিতে রয়েছে একটি প্রবেশ পথ, দুইটি কয়েদী রাখার হলরুম, দুইটি সাক্ষাৎকার কক্ষ, একটি স্টোর রুম, দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি অফিস রুম। তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি কোয়াটার। রয়েছে বেশকয়েকটি টয়লেট।

এবিষয়ে স্থানীয় দিনমজুর মাসুদ শেখ বলেন, কারাগারটি বানানোর সময় আমি লেবারের কাজ করেছিলাম। কিন্তু আজও এটি কাজে লাগেনি।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত কারাগারটি দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খোকসা বাসীর দাবি কারাগারটি চালু করা হোক।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক রোকসানা পারভীন বলেন, উপ-কারাগারটি নানা জটিলতায় আজও চালু হয়নি, তবে প্রতিকীমূল্যে ভূমিমন্ত্রনালয় থেকে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের অধিনে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, সেখানে কিশোর শোধানাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেল সুপার মোহা: তায়েফ উদ্দিন মিয়া বলেন, কিশোর অপরাধ দমনে এই উপ-কারাগারটি কিশোর শোধানাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে সমাজসেবা কার্যালয়ের অধিনে দেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১০টার দিকে জাতীয় ভোটার দিবসের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের যৌথ আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু।
দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ইসহাকের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মাসুম আব্দুল্লাহ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আ: মতিন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালামসহ উপজেলার বিভিন্ন দফতর প্রধানগণ।

আলমডাঙ্গার মা নার্সিং হোমে

বাচ্চার মৃত্যু: ক্লিনিক ভাংচুর

আলমডাঙ্গায় মা নার্সিং হোমে সিজারের ৩দিন পর এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গলাই দুধ আটকিয়ে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অবহলেয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগে ক্লিনিক ভাংচুর করেছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশের উপস্থিতিতে পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর রেলগেট এলাকার ওল্টুর স্ত্রী মনিরা খাতুন (২৭) এর প্রসব বেদনা শুরু হলে গত বৃহস্পতিবার ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পশুহাট এলাকার মা নার্সিং হোমে তাকে ওইদিন রাতে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ডাঃ লিফা নারসিস চৈতালি ও ডাঃ আব্দুস সালাম গর্ভবতী মনিরা খাতুনের সিজারিয়ানের মাধ্যমে শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ করান। গতকাল মঙ্গলবার শিশু ও তার মা মনিরা খাতুনকে সকালে বাড়ি যাবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ছিলো। গত সোমবার দুপুর থেকেই শিশুর হঠাৎ শরীর খারাপ হতে থাকে। শিশুর পরিবারের লোকজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিবকে দিয়ে চিকিৎসা করেন।
এছাড়াও, ক্লিনিকে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা শিশুকে চিকিৎসা প্রদানের এক পর্যায়ে গতকাল সন্ধ্যায় শিশুটি মারা যায়। ক্লিনিক কর্তপক্ষের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ তুলে এলাকার লোকজন ভাংচুর শুরু করলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুল, এসআই সিদ্ধার্থ মন্ডল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন।
এ ঘটনায় ক্লিনিক মালিক জালাল হোসেন জানান, শিশুর পরিবারের লোকজনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি সন্ধ্যার আগেও শিশুর অবস্থা উন্নতি দেখে এসেছে। শিশুর মায়ের দুধ শ্বাস নালিতে আটকিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা ধারনা করছি। আমাদের চিকিৎসায় কারণে শিশুর মৃত্যু হয়নি।
এ ঘটনায় শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, গত পরশু শিশুকে আমি চিকিৎসা দিয়েছি। তার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর যে বিষয়টি এটি শিশুর পরিবারের ভুলের কারণেই মারা গেছে। তারা পরিমাণ মত খাবার বাচ্চাকে দেয়নি এবং গতকাল বাচ্চাকে যখন অতিরিক্ত দুধ খাওয়ায় তখন দুর্ঘটনাবশত শ্বাস নালিতে প্রবেশ করে বাচ্চাটি মারা যায়।

[redacted]

[redacted]